দৈনিক খবর

তারিখ 18 SEP 1988
পৃষ্ঠা ২

শিক্ষাকে সর্বব্যাপী করার প্রত্যয়ের মাধ্যমে মহান শিক্ষাদিবস পালিত

।।স্টাফরিপোর্টার।।

আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করে শিক্ষাকে সর্বব্যাপী করার প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে গতকাল রোববার বিভিন্ন সংগঠন আলোচনা সভা, প্রভাত ফেরী, শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে মহান শিক্ষা দিবস পালনকরেছে।

ডাকসু'র সহ-সভাপতি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক মুশতাক হোসেন এ উপলক্ষে গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়াও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রভাত ফেরী নিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

মহান শিক্ষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গতকাল এক সেমিনারের আয়োজন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ডঃ রঙ্গলাল সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের হাত থেকে শিক্ষাকে বাঁচাও শীর্ষক এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী এবং অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ

৩-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক খবর

তারিখ 18 SEP 1988
পৃষ্ঠা

শিক্ষাকে সর্বব্যাপী করার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নেন অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শী, অধ্যাপিকা হুসনে আরা, ডঃ সুমঙ্গল বড়ুয়া, গৌরী প্রসন্ন চক্রবর্তী ও সুফী মোতাহার হোসেন।

অধ্যাপক নিরঞ্জন চক্রবর্তী তার মূল প্রবন্ধে বলেন, দেশে জনগণের সরকার নেই। এজন্যই শিক্ষাঙ্গনে নিয়তই শোনা যায় অস্ত্রের ঝনঝনানি। সন্ত্রাসের মধ্যে আজ শিক্ষাঙ্গন আবদ্ধ। এ সন্ত্রাসের উৎস হচ্ছে দুর্নীতি। ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক দুর্নীতিতে শিক্ষাকে শৃংখলাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। দেশে সুষ্ঠু শিক্ষানীতি নেই। এজন্য আজ অবধি সর্বব্যাপী শিক্ষার প্রসার হয়নি। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করে সর্বব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

অধ্যাপক গোলাম সামদানী কোরায়শী, বলেন, আমরা একটা শৃংখলাবদ্ধ পরিবেশের মধ্যে আছি। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার চরম দুর্দশা চলছে। শিক্ষাঙ্গন এখন দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের আধার। সত্যের স্বপক্ষে থেকে প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য শিক্ষক সমাজকে সোচ্চার ও প্রতিবাদী হতে হবে।

অধ্যাপিকা হুসনে আরা বলেন, শিক্ষা শুধু ডিগ্রী বা পাঠ্য বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা এমন একটি বিষয় যা সর্বব্যাপী। অথচ এদেশে তা হয়নি। ফলে শিক্ষাঙ্গনসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছিনতাই, রাহাজানি বেড়েছে। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করে জীবনের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা দরকার। এজন্য প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ।

জাতীয় ছাত্রলীগ

জাতীয় ছাত্রলীগ এ উপলক্ষে গতকাল সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে। এখানে সমবেত কর্মীদের উদ্দেশ্যে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক পংকজ দেবনাথ।

এছাড়া জাতীয় ছাত্রলীগের উদ্যোগে আগামীকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় এ উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের সড়ক দ্বীপে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট মহান শিক্ষা দিবস উপলক্ষে গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের সড়ক দ্বীপে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। ফ্রন্টের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহবায়ক মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মোস্তফা ফারুক, সহ-সভাপতি বেলাল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ ও ডাকসু সদস্য মোস্তাক আলম টুলু।

সভায় বক্তারা বলেন, শিক্ষা ব্যয় বেড়েছে, কিন্তু শিক্ষাখাতে সরকারী বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে। ছাত্রদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্বশাসন হরণ করার লক্ষ্যে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাস সৃষ্টির পাঁয়তারা চলছে।

বক্তারা সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে ছাত্র, সমাজের সার্বিক স্বার্থে সার্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক সেক্যুলার গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা উচ্ছেদের লক্ষ্যে মহান শিক্ষা দিবসের চেতনায় ছাত্র সমাজের বৃহত্তর প্রতিষ্ঠার জন্য আহবান জানানো হয়।

অন্যান্য সংগঠন

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মোস্তফা) এ উপলক্ষে গতকাল প্রভাত ফেরী ও শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের কর্মসূচী নেয়। এখানে সংগঠনের কর্মীদের উদ্দেশ্যে মোস্তফা ব্যানার্জী বক্তৃতা করেন।

জাতীয় ছাত্রফ্রন্ট আলোচনা সভার আয়োজন করে। ফ্রন্টের আহবায়ক রহিম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় জাতীয় জনতা পার্টি প্রধান শেখ আসাদ বক্তৃতা করেন। জাতীয় ছাত্রদলও এ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে। মনসুরুল হাই মোহন এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। ছাত্রলীগ (খো-ই)-এর উদ্যোগে এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদক ইবাতন হোসেন বক্তৃতা করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন গোলাম রব্বানী। গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগও এ উপলক্ষে সাইফুদ্দিন আহমদ মনির সভাপতিত্বে আলোচনা সভার আয়োজন করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, মহান শিক্ষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (হা-অ) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গতকাল ক্যাম্পাসে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শাহজাহান আলম (সাজু)-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন আলমগীর, নঈম শাহাদাৎ, আঃ মান্নান, মুনির হোসেন, শাওন, মুজিবুর রহমান, আজিজুর রহমান প্রমুখ। বক্তারা অবিলম্বে ডঃ কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশন বাস্তবায়নের দাবী জানান।

শিক্ষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শা-শে) কেন্দ্রীয় সংসদের উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে বিকেলে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগ সভাপতি শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সেলিম চৌধুরী, তারিকুজ্জামান রেজা, মতিউর রহমান মতি ও সোলায়মান তালুকদার। সভার প্রস্তাব পাঠ করেন আরজু আহমেদ।

বক্তারা বলেন, ৬২-র ১৭ই সেপ্টেম্বর যে শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এবং ছাত্র সমাজের আশা-আকাঙ্খার অনুরূপ শিক্ষানীতির দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল, আজ সময় ও প্রতিপক্ষ পরিবর্তিত হলেও সেই একই দাবীতে ছাত্র সমাজকে আন্দোলন করতে হচ্ছে। আজ স্বৈরাচারের সাথে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক শক্তির নগ্ন আগ্রাসন। কিন্তু গণতন্ত্রকামী প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তির মধ্যকার অনৈক্যের জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী ছাত্র আন্দোলন সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে না। ছাত্র সমাজের ১০ দফা দাবীনামার ভিত্তিতে দেশের সচেতন ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা যাচ্ছে না। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।